ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ব্যাংকিং খাত তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

২২ সেপ্টেম্বর ২০২০

মো. জুলকারনাইন

অমিত সরকার

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান

গবেষণা প্রেক্ষাপট

- বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ জনগণের আমানতকৃত অর্থ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করলেও এই সঞ্চিত অর্থের ওপর আমানতকারীদের সরাসরি কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না; তাদের পক্ষ থেকে আমানতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব
- বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২-এর মাধ্যমে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত; ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ অনুসারে কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারণী ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হিসেবে ব্যাংকিং খাত তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে
- বিগত কয়েক বছরে ব্যাংকিং খাতের অনিয়ম-দুর্নীতি, ঋণ জালিয়াতি, খেলাপি ঋণের উচ্চ হার, মূলধন সংকট ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন এবং গণমাধ্যমে বহুলভাবে প্রকাশিত
- ২০০৯ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত খেলাপি ঋণ উল্লেখযোগ্য হারে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও পরবর্তীতে খেলাপি ঋণের হার পুনরায় বৃদ্ধি
- অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে গৃহীত ঋণ ইচ্ছেকৃতভাবে খেলাপি হওয়ার মাধ্যমে আত্মসাতের ঘটনাসমূহ ব্যাংকিং খাত বিশেষত খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করে

গবেষণা যৌক্তিকতা

- ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যাংকিং খাতে সুশাসন উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, সরকারি ব্যাংকসমূহে তদারকি বৃদ্ধি, খেলাপি ঋণ হ্রাস, এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মান বৃদ্ধিতে কার্যাবলি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে
- ‘প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১’-এ আইনের শাসন ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টতে সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ (লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৬) এবং সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করার কথা বলা হয়েছে (লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৫)
- গুরুত্বপূর্ণ সেবাখাতসমূহ ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা টিআইবি’র অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ; ব্যাংকিং খাত বিশেষত ঋণ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ সুশাসনের আলোকে পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য
- বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও নিবন্ধে ব্যাংকিং খাতে দুর্নীতির বিষয়গুলো উঠে আসলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে সুশাসন বিষয়ক নিবিড় গবেষণার ঘাটতি রয়েছে

গবেষণার উদ্দেশ্য

❑ প্রধান উদ্দেশ্য

- ❖ ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করা

❑ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- ❖ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট আইনি ও নীতি কাঠামো পর্যালোচনা করা
- ❖ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে সুশাসনের ঘাটতি ও এর কারণসমূহ চিহ্নিত করা
- ❖ গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা

গবেষণা পদ্ধতি

- **গবেষণা পদ্ধতি**
  - গুণগত গবেষণা
  - প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে
- **তথ্যের উৎস:**
  - **প্রত্যক্ষ তথ্য:** বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, ব্যাংক পরিচালক, ব্যবসায়ী, ব্যাংক ও আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞ, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, সাংবাদিক
  - **পরোক্ষ তথ্য:** সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি, প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন ও গবেষণা নিবন্ধ, বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, প্রাসঙ্গিক দলিল ইত্যাদি
- **প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি:** মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার
- **গবেষণা সময়কাল:** তথ্য সংগ্রহের সময়কাল জানুয়ারি ২০১৯- জুন ২০২০ পর্যন্ত

গবেষণা পরিধি

- ব্যাংকিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি কাঠামো
- রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি ভূমিকা
- ঋণ তদারকি কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভাগসমূহের কার্যক্রম (নীতি ও প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন প্রণয়ন, অফসাইট তদারকি, খেলাপি ঋণ তথ্য পর্যালোচনা, অনসাইট তদারকি, সমন্বিত তদারকি ইত্যাদি কার্যক্রম)
- তদারকি কার্যক্রমে বাহ্যিক প্রভাব/সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা (রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক এসোসিয়েশনসমূহ, ব্যবসায়ী, ঋণ গ্রহীতা ইত্যাদি)
- গবেষণায় বিবেচিত তথ্যের সময়কাল ২০১০-২০২০

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমে বিভিন্ন অংশীজন

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (অর্থ মন্ত্রণালয়)

সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

প্রত্যক্ষ অংশীজন

গবেষণা প্রতিষ্ঠান
নাগরিক সমাজ
অর্থনীতিবিদ
বিশেষজ্ঞ
গণমাধ্যম

পরোক্ষ অংশীজন

বাংলাদেশ ব্যাংক

পরোক্ষ অংশীজন

ব্যবসায়ী/ শিল্পপতি

এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস

ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন

ব্যবসায়িক স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ

প্রত্যক্ষ অংশীজন

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক

ঋণ গ্রহীতা

ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভাগসমূহ

বিভাগ	ব্যাংকিং রেগুলেশন এন্ড পলিসি ডিপার্টমেন্ট	ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন	ডিপার্টমেন্ট অব ব্যাংকিং ইনস্পেকশন	ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো	ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিস বিভাগ
উদ্দেশ্য	প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন/প্রবিধান ও নির্দেশিকা প্রণয়ন	প্রেরিত আর্থিক বিবরণী এবং প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যাংক তদারকি	অন-সাইট ব্যাংক পরিদর্শন	ঋণ তথ্য যাচাই	জালিয়াতি ও প্রতারণা প্রতিরোধ, গ্রাহক ও কারিগরি সেবা
কাজের ক্ষেত্র	প্রয়োজনীয় মূলধন পর্যাপ্ততা, কর্পোরেট গভর্নেন্স মানদণ্ড, ব্যাংক লাইসেন্স ইস্যু, আইন পরিপালনে নির্দেশিকা ইস্যু	CAMELS এর ভিত্তিতে পারফর্মেন্স বিশ্লেষণ, প্রয়োজনীয় সংবিধিবদ্ধ তারল্য পরিবীক্ষণ; ঋণ, আমানত ও বিনিয়োগ পরিবীক্ষণ, বৃহৎ ঋণ পর্যালোচনা	হিসাব বই পরীক্ষা, আর্থিক অবস্থা মূল্যায়ন, অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ নিরীক্ষা পর্যালোচনা, আইনের প্রতিপালন অবস্থা যাচাই, লেনদেন পরীক্ষা	ঋণ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, তথ্য যাচাই, ডাটাবেজ তৈরি, তথ্য হালনাগাদ ও শুদ্ধ করা; ব্যাংক, জাতীয় সংসদ, নির্বাচন কমিশনসহ অন্যান্য দপ্তরকে ঋণ তথ্য প্রদান	জালিয়াতি ও প্রতারণা নজরদারি, অভিযোগের ভিত্তিতে অনসাইট পরিদর্শন, আইসিটি নীতিমালা ও প্রশিক্ষণ

বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসন নির্দেশক	উপ-নির্দেশক/ক্ষেত্রসমূহ
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা	**আইনি কাঠামো:** প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির স্বাধীনতা, সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা, নীতি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
	বাহ্যিক প্রভাবক: আইন ও ব্যাংকিং নীতি প্রণয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদ গঠন, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে সরকার, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের ভূমিকা
তদারকি সক্ষমতা	নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা, দায়িত্ব/ক্ষমতা অর্পণ, তদারকি কৌশল (অফসাইট ও অনসাইট তদারকি) এবং জনবল ও কারিগরি সক্ষমতা
স্বচ্ছতা	ব্যাংকিং প্রতিবেদন, নীতি প্রণয়নের ব্যাখ্যা, সভার কার্যবিবরণী ও ভোট সংক্রান্ত তথ্য এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদ সদস্য, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ
জবাবদিহিতা	পরিচালনা পর্ষদ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া
অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ	তদারকি কাজে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, ক্ষেত্র, কারণ, অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ, স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন

গবেষণা ফলাফল

ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণের চিত্র

- ❑ ২০০৯ সালের শেষে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ছিল ২২,৪৮১ কোটি টাকা যা সেপ্টেম্বর ২০১৯ বেড়ে দাঁড়ায় ১১৬,২৮৮ কোটি টাকা অর্থাৎ দশ বছরে বৃদ্ধি ৪১৭ শতাংশ যদিও একই সময়ে মোট ঋণ বৃদ্ধির হার ৩১২ শতাংশ; প্রতি বছরে গড়ে বৃদ্ধি ৯,৩৮০ কোটি টাকা

- ❑ তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী জুন ২০১৯ পর্যন্ত খেলাপি ঋণের প্রকৃত পরিমাণ ছিল ২৪০,১৬৭ কোটি টাকা; এর সাথে অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণ (৫৪,৪৬৩ কোটি টাকা) যোগ করলে খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা

- ❑ বিভিন্ন সময়ে খেলাপি ঋণ হ্রাস এবং ইচ্ছেকৃত ঋণ খেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও তা কার্যকর না করে বার বার ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ ও পুনর্গঠনের সুযোগ প্রদান
  - ❖ বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি নির্দেশনায় খেলাপি ঋণের মাত্র ২ শতাংশ ফেরত দিয়ে পুনঃতফসিলীকরণের মাধ্যমে ১০ বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সুযোগ প্রদান; এভাবে খেলাপি ঋণ আদায় না করেই সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ কমিয়ে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ৯২,৫১০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ হিসেবে দেখানো
  - ❖ জুন ২০২০-এ খেলাপি ঋণের পরিমাণ পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৬,১১৭ কোটি টাকা

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি

ব্যাংকিং খাত তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ

- আইনি সীমাবদ্ধতা
- রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ
- ব্যবসায়িক প্রভাব

অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ

- নেতৃত্বের সক্ষমতায় ঘাটতি
- তদারকি সক্ষমতায় ঘাটতি
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় ঘাটতি
- তদারকি কাজে অনিয়ম-দুর্নীতি

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা: আইনি কাঠামো

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২

বিষয়	সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা	সীমাবদ্ধতা/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ/ফলাফল
গভর্নর এবং ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ ও অপসারণ	সরকার নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগের কথা বলা হয়েছে [১০(৩)(৪)]	▪ চারটি ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও অনুকরণীয় চর্চা অনুসরণে ঘাটতি ▪ নিয়োগ ও অপসারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট না থাকায় স্বচ্ছতার ঘাটতি ▪ অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক রাজনৈতিক বিবেচনায় গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর ও পর্ষদ সদস্য নিয়োগ; চেক এন্ড ব্যালান্সের ঘাটতি ▪ ব্যক্তি বিশেষে যোগ্যতার শর্ত পরিবর্তন ▪ পর্ষদে কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার আধিক্য ▪ উল্লিখিত বিষয়সমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করে
	আইনে উল্লিখিত যোগ্যতার শর্ত পূরণে ব্যর্থ, দায়িত্ব পালনে অসমর্থ, অর্পিত বিশ্বাস ভঙ্গ বা বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থি কাজে লিপ্ত হলে সরকার তাকে অপসারণ করতে পারবে [১৫(১)]	
পর্ষদ গঠন ও বিলুপ্তকরণ	গভর্নর, একজন ডেপুটি গভর্নর, সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন সরকারি কর্মকর্তা ও এর বাইরে চারজন (সরকারের মতে যাদের ব্যাংকিং, ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রয়েছে) [৯(৩)]	
	আইন কর্তৃক নির্ধারিত কোনো দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যর্থ বলে সরকারের কাছে প্রতীয়মান হলে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে সমগ্র পরিচালনা পর্ষদকে রহিত করার ক্ষমতা সরকারের [৭৭(১)]	

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা: আইনি কাঠামো...

বিষয়	সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা	সীমাবদ্ধতা/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ/ফলাফল
বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২		
প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা	বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সাধারণ তদারকি ও পরিচালনা ক্ষমতা একটি পরিচালনা পর্ষদের হাতে ন্যস্ত থাকবে [৯(২)]	পর্ষদের কাঠামো ও এর গঠন প্রক্রিয়ার আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে এই ক্ষমতার স্বাধীন চর্চা বা প্রয়োগকে সীমিত করেছে
ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১		
বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি ক্ষমতা	ব্যাংক বা আমানতকারীদের স্বার্থবিরোধী ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হলে তা প্রতিরোধে যে কোন ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পরিচালক বা প্রধান নির্বাহীকে অপসারণের ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংকের থাকলেও, [ধারা ৪৬(১)] রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রযোজ্য নয় [৪৬ (৬)]	রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক তদারকির এ সীমাবদ্ধতা ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাকে খর্ব করে যা ব্যাসেল মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা: আইনি কাঠামো...

❑ বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও দণ্ড প্রদানের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা	সীমাবদ্ধতা/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ/ফলাফল
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা পালনে একাধিকবার ব্যর্থ বা আমানতকারীর ক্ষতি করছে এমন ব্যাংককে অধিগ্রহণ, সাময়িক স্থগিতকরণ, একত্রীকরণ বা পুনর্গঠনের ক্ষমতা সরকারের উপর ন্যস্ত **[ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ ধারা ৫৮, ৭৭]**	বিধি-বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যাংক অধিগ্রহণ, অবসায়ন বা সাময়িক বন্ধের ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা খর্ব করে

❑ খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক আইন ও নীতির ক্ষেত্রে ঘাটতি

ইচ্ছেকৃত ঋণ খেলাপির সংজ্ঞা	ইচ্ছেকৃত ঋণ খেলাপির সংজ্ঞা এবং তাদের জন্য উপযুক্ত দণ্ড নির্ধারণ করা হয় নি
ব্যাংকিং খাতে ব্যক্তি ও গ্রুপের সর্বোচ্চ ঋণসীমা নীতিমালা	একক ব্যক্তি বা গ্রুপ একটি ব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ কি পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করতে পারবে তা নির্ধারিত হলেও সমগ্র ব্যাংকিং খাত থেকে কী পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করতে পারবে সে বিষয়ক কোনো নীতিমালা নেই

ব্যাংক তদারকিতে ব্যাসেল নীতি অনুসরণ

- ব্যাংকসমূহের ঝুঁকিপ্রবণ সম্পদ হ্রাস ও আর্থিক অবস্থাকে দৃঢ় করতে কিছু আদর্শ বা নিয়ম নিয়ে ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন কাজ করে থাকে; এর **'কার্যকর ব্যাংকিং তদারকি বিষয়ক মূলনীতি'** তে ব্যাংকিং খাত তদারকি প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আইনের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে-

ব্যাসেল নীতি	বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিক আইন	
	নীতির উপস্থিতি	নীতি অনুসরণে ঘাটতিসমূহ
তদারকি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও উদ্দেশ্য (সুস্থ ও নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা) নির্ধারণ	আংশিক	ব্যাংক তদারকি বিষয়ক প্রাথমিক উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি
তদারকি প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা, জবাবদিহিতা এবং পরিচালনা কাঠামো নির্ধারণ	আংশিক	আইনে সরকারি হস্তক্ষেপের সুযোগ বিদ্যমান
প্রধান নির্বাহী এবং পর্ষদ সদস্য নিয়োগ ও অপসারণের প্রক্রিয়া সুস্পষ্টকরণ	x	আইনে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি
তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা প্রদান	আংশিক	ব্যাংক অবসায়ন/একত্রীকরণ ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালক অপসারণের ক্ষমতা নেই
বিধি-বিধানের প্রতিপালন নিশ্চিতে যে কোনো ব্যাংকে প্রবেশের ক্ষমতা প্রদান	√	ক্ষমতা থাকলেও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ
প্রুডেন্সিয়াল মানদণ্ড নির্ধারণ এবং তা সংশোধন করার ক্ষমতা প্রদান	√	ক্ষমতা থাকলেও নীতি দখলের চর্চা বিদ্যমান

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতাঃ বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ

ব্যবসায়ী কর্তৃক নীতি দখল

- ব্যবসায়ী ও ব্যাংক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের প্রভাবে ব্যবসায়ীদের অনুকূলে আইন পরিবর্তন এবং নানাভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীন নীতি ও বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ
  - বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জ তৈরি এবং খেলাপি ঋণের সুযোগ সৃষ্টি করে

আইন পরিবর্তন

- **ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১** সংশোধনের মাধ্যমে কিছু পরিবারের হাতে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা
  - একই পরিবার থেকে ২ জনের পরিবর্তে ৪ জন পর্যন্ত পরিচালক রাখার বিধান
  - পরিচালকের মেয়াদ পরপর দুইবারে সর্বোচ্চ ছয় বছরের পরিবর্তে পরপর তিনবারে সর্বোচ্চ নয় বছর থাকার বিধান
  - এছাড়া একই পরিবারের চারজন সদস্যের বাইরে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে পরিচালক হিসেবে নিয়োগের সুযোগ
- বিভিন্ন সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও একই ব্যক্তিকে গভর্নর হিসেবে পুনঃনিয়োগ দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২ সংশোধন করে গভর্নরের বয়সসীমা বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা: বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ...

ব্যবসায়ী কর্তৃক নীতি দখল: *প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন সংশোধন*

নীতিমালা	পরিবর্তন	পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল
ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন পরিশোধ	খেলাপি ঋণের ২% ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে ১০ বছরের জন্য পুনঃতফসিল	নিয়মিত ঋণ গ্রহীতার চেয়ে ইচ্ছেকৃত খেলাপিদের জন্য সহজ শর্ত; নিয়মিত ঋণ গ্রহীতাকে খেলাপি হতে উৎসাহী করা
ঋণ অবলোপন	মন্দমানের খেলাপি ঋণের সময়কাল পাঁচ বছরের স্থলে তিন বছরে অবলোপনের সুযোগ; শতভাগ নিরাপত্তা সঞ্চিতির বিধান শিথিল	খেলাপি ঋণ কাগজে কলমে কম দেখানো; খেলাপি ঋণকে উৎসাহিত করা এবং অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ে ব্যাংকের তৎপরতা হ্রাস করা
ঋণ শ্রেণিকরণ	আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড অনুসরণ না করে শ্রেণিকৃত ঋণের প্রতিধাপে তিনমাস করে সময় বৃদ্ধি	খেলাপি ঋণ কাগজে কলমে কম দেখানো: আন্তজার্তিক পর্যায়ে ব্যাংকিং প্রতিবেদনসমূহের বস্তুনিষ্ঠতা হারানো এবং বৈদেশিক লেনদেন বা এলসি বিলের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাবের ঝুঁকি সৃষ্টি

- এছাড়া আগ্রাসী ব্যাংকিং এর কারণে সৃষ্ট তারল্য সংকট কাটাতে বিভিন্ন অজুহাতে বারবার ঋণ আমানত অনুপাত (এডিআর) হার বৃদ্ধি, নগদ জমা সংরক্ষণ (সিআরআর) ও রেপো রেট হ্রাস
- করোনা পরিস্থিতিতে ‘ইন্টার্নাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং’ কে শিথিল করে ঋণ খেলাপিদের প্রণোদনা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি

পরিবর্তিত ঋণ শ্রেণিকরণ নীতি

শ্রেণিকরণ নীতি	শ্রেণিকৃত ঋণের পরিবর্তিত সময়		
	নিম্নমানের ঋণ	সন্দেহমূলক ঋণ	মন্দ/কু ঋণ
ঋণ শ্রেণিকরণ নীতি, ২০১২	৩ মাস বা এর অধিক কিন্তু ৬ মাসের কম সময় পর্যন্ত অপরিশোধিত ঋণ	৬ মাস বা এর অধিক কিন্তু ৯ মাসের কম সময় পর্যন্ত অপরিশোধিত ঋণ	৯ মাস বা তার অধিক সময় পর্যন্ত অপরিশোধিত ঋণ
ঋণ শ্রেণিকরণ নীতি, ২০১৯	৩ মাস বা এর অধিক কিন্তু ৯ মাসের কম সময় পর্যন্ত অপরিশোধিত ঋণ	৯ মাস বা এর অধিক কিন্তু ১২ মাসের কম সময় পর্যন্ত অপরিশোধিত ঋণ	১২ মাস বা তার অধিক সময় পর্যন্ত অপরিশোধিত ঋণ

- মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত প্রতি ধাপের বর্ধিত সময়ের সাথে আরও ৬ মাস যুক্ত করে ঋণ শ্রেণিকরণ করা হয়
- উল্লেখ্য, সকল শ্রেণিকৃত ঋণই খেলাপি ঋণ নয়; ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫(গগ) অনুযায়ী, কোনো ঋণ বকেয়া হওয়ার ছয় মাস পর থেকে খেলাপি ঋণ হিসেবে গন্য হবে
- পরিবর্তিত নীতি অনুযায়ী নিম্নমানের ঋণের কিছু অংশ এবং সন্দেহমূলক ও কুঋণের সকল অংশ খেলাপি হিসেবে গণ্য হবে

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা: বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ...

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় বেসরকারি ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত ও তদারকি নিয়ম-নীতি উপেক্ষা

১. রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স অর্জন:

- প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনায় ২০০৯ সালের পর থেকে ১৪টি নতুন ব্যাংকের অনুমোদন
- নতুন ব্যাংকগুলোর উদ্যোক্তার মধ্যে মন্ত্রী, সাংসদ, ও তাদের পরিবারের সদস্য, ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী, ছাত্র সংগঠনের নেতা,রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী বিভিন্ন পেশাজীবী গ্রুপ উল্লেখযোগ্য
- নতুন ব্যাংকের ইক্যুইটি ক্যাপিটালের বিনিয়োগকৃত অর্থ আয়কর রিটার্নে ঘোষিত সম্পদ থেকে পরিশোধের বিধান থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে 'কালো টাকা' বিনিয়োগের অভিযোগ

২. শেয়ার ক্রয় ও হস্তান্তরে আইন লঙ্ঘন:

- একক বা যৌথভাবে কোনো ব্যাংকের ১০% বেশি শেয়ার ক্রয় না করার বিধান থাকলেও বিভিন্ন ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে স্বেচ্ছায় বা রাজনৈতিক প্রভাবে বাধ্য করে নামে-বেনামে কতিপয় ব্যবসায়ী কর্তৃক অধিক শেয়ার ক্রয়ের অভিযোগ

একটি ব্যবসায়ী গ্রুপ কর্তৃক ১৪টি প্রতিষ্ঠানের নামে একটি ব্যাংকের ২৮% এবং ৭টি প্রতিষ্ঠানের নামে অপর একটি ব্যাংকের ১৪% শেয়ার ক্রয়। এ বিষয়ে অবগত হওয়া সত্ত্বেও একটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় রদবদল কাজে অনুমোদন দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাদের গভীর রাত পর্যন্ত অফিসে অবস্থান। একই ব্যবসায়ীর হাতে নয়টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা: বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ...

৩. বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গঠনে আইনের লঙ্ঘন; ব্যাংকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

- **পূর্ব নির্ধারিত পরিচালনা পর্ষদ:** বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যাংকের পর্ষদ নির্বাচনের কথা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা পূর্বনির্ধারিত
- **পরিচালক সীমা লঙ্ঘন:** একাধিক ব্যাংকে আইন লঙ্ঘন করে একই পরিবারের চারের অধিক পরিচালক নিয়োগ; একটি ব্যাংকে স্বামী, স্ত্রী, দুই পুত্র, মেয়ে ও নাতিসহ একই পরিবারের ছয় জন পরিচালক
- **অযোগ্য ও অদক্ষ পরিচালক নিয়োগ:** বিশ্বব্যাপী ব্যাংক পরিচালক হিসেবে ব্যাংকের উদ্যোক্তা/শেয়ারধারক নন এমন বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগের চর্চা থাকলেও বাংলাদেশে এর বিপরীত চিত্র লক্ষণীয়
  - পরিচালক হতে ব্যাংক/ব্যবস্থাপনা বা পেশাগতভাবে দশ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক হলেও অনেক ব্যাংকে ব্যক্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে অনভিজ্ঞ পরিচালক নিয়োগ
  - আইন লঙ্ঘন করে বিভিন্ন ব্যাংকে একাধিক ঋণ খেলাপি পরিচালক বিদ্যমান

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা: বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ...

৪. বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তি ও নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে অনুগত প্রধান নির্বাহী নিয়োগ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তি উপেক্ষা করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ
- প্রধান নির্বাহীর পদ তিন মাসের বেশি শূন্য না রাখার বিধান থাকলেও একটি ব্যাংকে এক বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী
- পরিচালনা পর্ষদের অযাচিত হস্তক্ষেপে তিন বছরে একটি ব্যাংকের তিনজন প্রধান নির্বাহীর পদত্যাগ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতাঃ বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ...

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালনা কাঠামো নিয়ন্ত্রণ

দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রম সীমিতকরণ

- ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ ব্যাংক হলেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের নীতি নির্ধারণী ও ব্যবস্থাপনা বিষয়সমূহ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত
    - ❖ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতাকে খর্ব করতে ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ প্রতিষ্ঠা
- রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সাথে সাথে অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমেও হস্তক্ষেপ করে থাকে; একটি বেসরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যানের অপসারণ স্থগিত করানোর চেষ্টা

> "বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে চারজন অভিভাবক আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস এবং ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন।" - বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন সাবেক ডেপুটি গভর্নর

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা: বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ...

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালনা কাঠামো নিয়ন্ত্রণ

- **রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পর্ষদ নিয়ন্ত্রণ:**
  - ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কর্মী বা রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যক্তিদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ
  - এমন লোকদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ যারা শুধু বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থকেই অধিক গুরুত্ব দেন
  - পর্ষদ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শ অগ্রাহ্য; সুপারিশ সত্ত্বেও একটি ব্যাংকের অভিযুক্ত চেয়ারম্যানকে অপসারণ না করা
- **রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী নিয়োগে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শ উপেক্ষা:**
  - একটি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর অপসারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতামতকে উপেক্ষা করে পুনঃনিয়োগ
  - সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে একটি ব্যাংকের একজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা বাস্তবায়ন না করে তাকে প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ
  - এসকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক তদবির, মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি ও ঋণ গ্রহীতার যোগসাজশের অভিযোগ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতাঃ বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ...

যোগসাজশ/সিন্ডিকেশনের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ ও খেলাপি দায় এড়ানোঃ

- ব্যাংক খাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকারী ব্যবসায়ী-পরিচালক-ব্যাংক ব্যবস্থাপনা-কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির পারস্পরিক যোগসাজশে এক ব্যাংকের পরিচালক কর্তৃক অন্য ব্যাংক হতে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ
- কয়েকটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনার সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে বৃহৎ ঋণ গ্রহণ; ৫০% অধিক খেলাপি ঋণের বোঝা ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ওপর
- এসকল ঋণ রাজনৈতিক বিবেচনায় বারবার পুনর্গঠন/পুনঃতফসিলীকরণ করা হয় এবং বারবার শর্তভঙ্গ করা হয়

বর্তমানে ব্যাংক পরিচালকদের গৃহীত ঋণের পরিমাণ ১৭১,৬১৬ কোটি টাকা যা ব্যাংক খাতের মোট ঋণের প্রায় ১১.২১%; নিজ ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণ প্রায় ১৬১৫ কোটি টাকা, এর বাইরেও প্রচুর পরিমাণে বেনামী ঋণ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা: বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ...

- যোগসাজশের কারণে ঋণ খেলাপি পরিচালকের বিরুদ্ধে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক হতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নোটিশ প্রদান না করায় ঋণ খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না
- এসকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক পদক্ষেপ/ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা আদালত হতে উক্ত বিষয়ে স্থগিতাদেশ নিয়ে আসা হয়
- অনেক ক্ষেত্রে যোগসাজশে বৃহৎ খেলাপি ঋণ সংক্রান্ত মামলা কার্যক্রম দুর্বল করার মাধ্যমে ঋণ খেলাপির অনুকূলে রায়

একটি বেসরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রায় ৮০০০ কোটি টাকা ঋণ নেন, এর মধ্যে ৫০০০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ- যা একাধিকবার পুনর্গঠিত হয় এবং পরবর্তীতে আবার খেলাপি হয়

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা: বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ...

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা কাঠামো নিয়ন্ত্রণ

- আমলা নির্ভর পরিচালনা পর্ষদ (৮ জন পর্ষদ সদস্যের মধ্যে ৫ জন বর্তমান ও সাবেক আমলা)
- **পছন্দ মাফিক গভর্নর নিয়োগ:** খাতসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশে গভর্নর নিয়োগের আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসরণ না করা
- **পছন্দমাফিক ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ:**
  - অনুসন্ধান কমিটিতে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের চেয়ারম্যানকে অন্তর্ভুক্ত করা
  - সরকার সার্চ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ না করায় পরবর্তীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বয়স সীমা একমাস বৃদ্ধি করে নতুন একজনকে আবেদন করার সুযোগ সৃষ্টি
- গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর হিসেবে পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়োগ ফলে পরবর্তীতে শক্ত অবস্থান গ্রহণে ঘাটতির ঝুঁকি

> "মাত্র দুই ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন গভর্নরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল; যার ব্যাংকিং বিষয়ে জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর ঘনিষ্ট হওয়ার কারণে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয় "- একজন মুখ্য তথ্যদাতা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা: বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ...

তদারকি কাজে রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপ

- যে কোনো ব্যাংকের অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপে শীর্ষ পর্যায়ের বিভিন্ন মন্ত্রী/মন্ত্রণালয় থেকে চাপ সৃষ্টি
- অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে গেলে পুরাতন ভুল-ত্রুটি খুঁজে বের করে চাপ সৃষ্টি করানো; ফলে কেউ কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না
- ব্যাংক উদ্যোক্তাদের অনেকেই সরাসরি ক্ষমতাসীন দলের অংশ বা সরকারের ঘনিষ্ঠ হওয়ার ফলে আইন লঙ্ঘন করলেও ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে
- রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে ব্যাংক পর্ষদ গঠনে অনিয়ম করা হলেও ছাড়
- দুর্দশাগ্রস্ত ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে একজন পর্যবেক্ষক দেওয়া হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে তাদের কার্যক্রম শুধুমাত্র বোর্ড সভায় উপস্থিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ

বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি সক্ষমতা

নেতৃত্বের সক্ষমতার ঘাটতি

- খাতসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক প্রভাব বা প্রেশার গ্রুপের চাপের কাছে গভর্নরের নমনীয়তা লক্ষণীয়
  - দুর্বল নেতৃত্ব ও সদিচ্ছার ঘাটতির কারণে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইনগতভাবে প্রাপ্ত ক্ষমতা চর্চা না করে সরকারের চাপের কাছে নতি স্বীকার
  - সরকারী প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার না করে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃষ্টান্ত পূর্বে দেখা যেত যা বর্তমানে একেবারেই অনুপস্থিত
  - সমঝোতার মাধ্যমে অনৈতিক ঋণ দেওয়া-নেওয়ার অভিযোগে ৩৪ জন ব্যাংক পরিচালককে অপসারণের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ ব্যাংক পূর্বে দেখালেও এ ধরনের উদ্যোগ বর্তমানে দেখা যায় না
- কোন কোন ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক প্রভাবশালিদের মর্জি মেনে নেওয়া হয়

> “আমি তখন ডেপুটি গভর্নর। হঠাৎ শুনলাম একটি ব্যাংকে পরিচালনা পর্ষদের সভায় গোলাগুলি হচ্ছে। পুলিশের মাধ্যমে জানা গেল ঘটনাটি সত্য। তখনকার গভর্নর....বললেন, ...পর্ষদ ভেঙে দেন। আমরা আইন অনুযায়ী, আধা ঘণ্টার মধ্যে পর্ষদ ভেঙে দিলাম। তখন অর্থমন্ত্রী ফোন করে বললেন, আপনারা পর্ষদ ভেঙে দিলেন। আমাকে একটু জিজ্ঞেস করলে কি খুব অসুবিধা হতো। আমি বললাম, আপনাকে বললে পর্ষদ ভাঙা যেত না। আপনি রাজনীতি করেন। উনি জানতে চাইলেন, সিদ্ধান্ত স্থগিত করবেন নাকি। গভর্নর জানিয়ে দিয়েছিলেন, স্থগিত করা হবে না। তাহলে তো বাংলাদেশ ব্যাংক থাকে না। একটি ব্যাংকের পর্ষদে মারামারি হবে, আর বাংলাদেশ ব্যাংক চেয়ে চেয়ে দেখবে, তা তো হয় না”। - একজন সাবেক ডেপুটি গভর্নর।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি সক্ষমতা..

- **জনবল সংকট:** বাংলাদেশ ব্যাংকের অফসাইট ও অনসাইট তদারকিতে বিদ্যমান জনবল সংকট তদারকি কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে এবং অনিয়ম-দুর্নীতি চিহ্নিত করতে বিলম্ব হয়

- ব্যাংকিং পরিদর্শন দলের (ডিবিআই-১ ও ডিবিআই-২ একত্রে) ৪৫.৭ শতাংশ প্রথম শ্রেণীর পদ শূন্য রয়েছে এবং অফ সাইট সুপারভিশনে ৩৬.৮ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে

বিভিন্ন বিভাগের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার শূন্য পদ

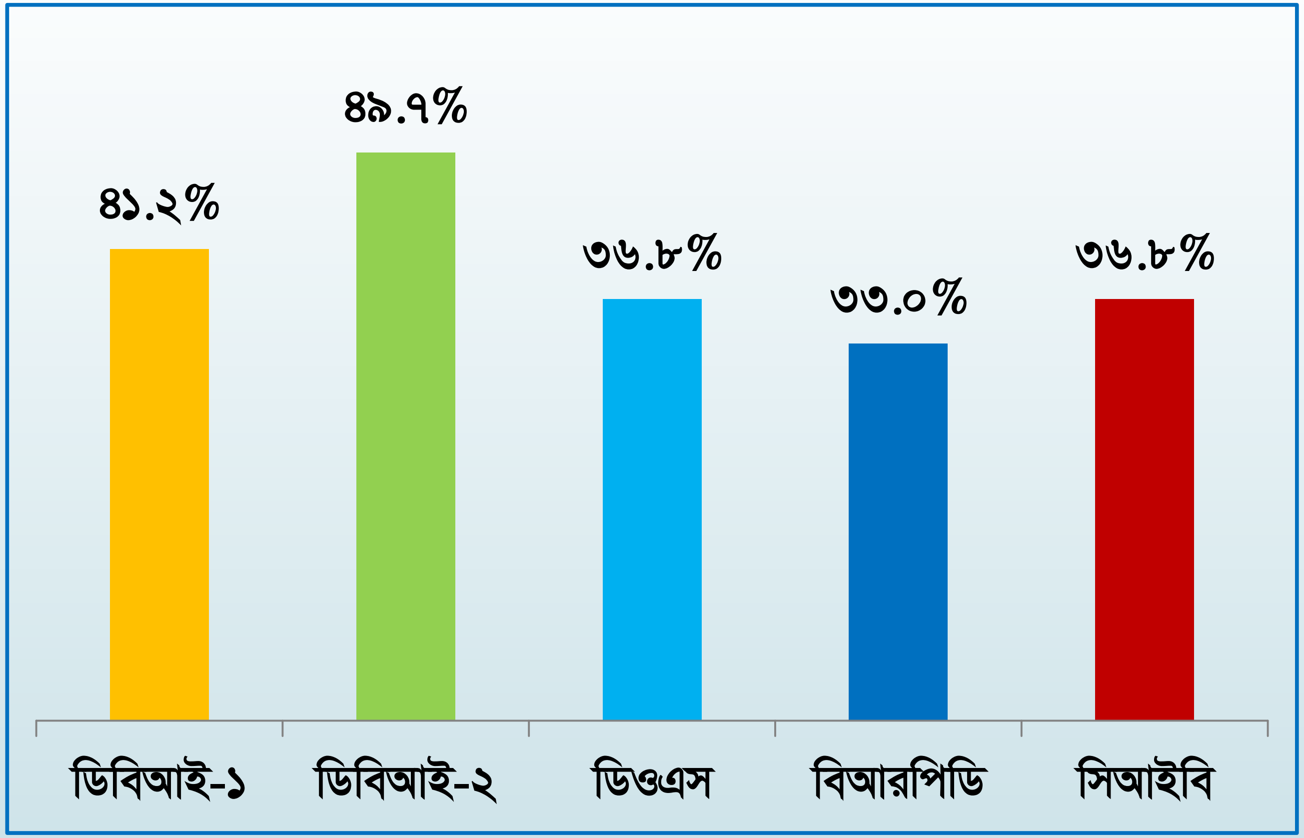

বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি সক্ষমতা...

অনসাইট তদারকির চ্যালেঞ্জ

- **দায়িত্ব-অর্পণের (delegation) ক্ষেত্রে সংকোচনমূলক নীতি:** দুই বছর আগেও পরিদর্শন বিভাগের কর্মকর্তাদের সরাসরি যে কোনো ব্যাংক পরিদর্শনের ক্ষমতা থাকলেও বর্তমানে ডেপুটি গভর্নরের পূর্বানুমতি ব্যতীত পরিদর্শন করা যায় না
- **পরিদর্শন সময়কাল ও পরিদর্শন দলে জনবল ঘাটতি:** কোনো ব্যাংকের একটি শাখায় নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য ন্যূনতম ১০-১৫ দিন প্রয়োজন; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৩-৫ কর্মদিবসের মধ্যে ২-৩ জনের একটি পরিদর্শন দল একটি শাখার ১০ শতাংশ কার্যক্রমকে নমুনা হিসেবে নিরীক্ষা
- অনেক ব্যাংকে পরিদর্শন দলের চাওয়া তথ্য-উপাত্ত প্রদানে ইচ্ছেকৃত বিলম্বের নির্দেশনা থাকে; ফলে পরিদর্শনের নির্ধারিত সময়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায় না
- **পরিদর্শন দলের ক্ষমতা হ্রাস:** পূর্বে পরিদর্শন দল প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারলেও বর্তমানে ডেপুটি গভর্নরের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়

উল্লিখিত কারণসমূহ পরিদর্শন কার্যক্রমকে মন্থর করে এবং ব্যাংকিং খাতের অনেক অনিয়ম-দুর্নীতি ও জালিয়াতির ঘটনা উদঘাটনে বিলম্ব হয়

বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি সক্ষমতা...

- **পরিদর্শন সংখ্যা হ্রাস:** বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা এবং ব্যাংকসমূহের শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সার্বিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে

- ব্যাংকের যে সকল শাখায় ঋণ ও আমানতের পরিমাণ অধিক সেখানে পরিদর্শন বেশি হয়ে থাকে
- অনেকক্ষেত্রে ইচ্ছেকৃত খেলাপিরা যে শাখায় পরিদর্শন কম হয় সেখান থেকে ঋণ নেওয়ার চেষ্টা

অর্থ বছর	শাখার সংখ্যা*	বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট পরিদর্শন সংখ্যা**
২০১৪-১৫	৭৬৫১	২৪৯০টি
২০১৫-১৬	৭৯৭১	২৭৮৩ টি
২০১৬-১৭	৮২৪২	২৪১৩ টি
২০১৭-১৮	৮৬২৯	১৯১৭ টি

** রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মোট শাখা*

*** বিশদ পরিদর্শন, মুখ্য ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন এবং বিশেষ পরিদর্শন*

বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি সক্ষমতা...

অফ-সাইট তদারকির চ্যালেঞ্জ

- **তথ্যের গুণগতমানে সমস্যা:** অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক তথ্য গোপন বা ভুল তথ্য পাঠালে তা অফ-সাইট তদারকির মাধ্যমে ধরা পড়ে না; ফলে অনিয়ম-দুর্নীতি, ঋণ জালিয়াতি চিহ্নিত করতে বিলম্ব হয়
- **তথ্য পর্যালোচনায় বিলম্ব:** বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পরিচালনা পর্ষদের কার্যবিবরণী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পাঠানো হলেও জনবলের ঘাটতির কারণে সকল ব্যাংকের কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করতে দীর্ঘ সময় লাগে
- **প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব:** আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে অফ-সাইট ও অনসাইট তদারকি, প্রতিবেদন তৈরি ও চূড়ান্তকরণ এবং প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষণীয়

তদারকি কার্যক্রমে সুশাসন: অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ

বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কাজে অনিয়ম-দুর্নীতি:

- **সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করা:** অনেক তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত না হওয়ায় তদন্ত কার্যক্রম মূল্যহীন হয়ে পড়ে
- অনেক সময় "আর্থিক খাতের স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে" এই অজুহাতে সংঘটিত অনিয়মের বিষয়গুলো প্রতিবেদনে উল্লেখ না করে শুধু মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়
- **প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ দেওয়া:** অনেক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের দুই-একজন কর্মকর্তার সাথে কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠীর যোগসাজশের মাধ্যমে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত অনিয়ম চূড়ান্ত প্রতিবেদন থেকে বাদ দেওয়া
- **প্রতিবেদন গোপন করা:** ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া বিভিন্ন ব্যাংকের তদন্ত প্রতিবেদনগুলো পরবর্তীতে আর ব্যবহার না করা; সেগুলো যেন 'ব্ল্যাক হোলে' হারিয়ে যায়
- **দুর্বল তদন্ত প্রতিবেদন (আন্ডার রিপোর্টিং) করা:** তদারকি কাজে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক আর্থিক বা অন্যান্য সুবিধার বিনিময়ে প্রকৃত তথ্য গোপন করে দুর্বল তদন্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন

তদারকি কার্যক্রমে সুশাসন: অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ...

বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কাজে অনিয়ম-দুর্নীতি:

- **দায়িত্ব পালনে অনীহা/অবহেলা:**
  - সরকারের সুদৃষ্টিতে থেকে চাকুরী শেষে অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ে নিয়োগের আশায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাংশ প্রভাবশালীদের অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকে
  - তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা
  - পদোন্নতির জন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক উচ্চ নম্বর পেতে তার সুনজরে থাকার জন্য আরোপিত অনৈতিক সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা মেনে নেওয়া
- **বাণিজ্যিক ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে হৃদ্যতা/ স্বজনপ্রীতি:** বেসরকারি ব্যাংকসমূহ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে অনেক ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকা
- **আবর্তমান দ্বার (revolving door) উদ্ভুত স্বার্থের দ্বন্দ্ব:** বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনেকে অবসরের পরপরই যে প্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি করতেন সেখানে উচ্চ পদে যোগদান; চাকুরিকালীন সময়েই তাদের এই ধরনের প্রস্তাব দেয়া হয়

তদারকি কার্যক্রমে সুশাসন: জবাবদিহিতা

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সীমিত ভূমিকা:

- পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা মূলতঃ প্রশাসনিক ও অভ্যন্তরীণ আয়-ব্যয় বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে সীমিত
- ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ, প্রতিবেদন/কার্যবিবরণীসমূহ শুধুমাত্র পরিচালনা পর্ষদকে অবগত করার জন্য পেশ
- পর্ষদে গভর্নর, একজন ডেপুটি গভর্নর ও তিনজন সরকারি কর্মকর্তার বাইরে চারজন সদস্য রাখার বিধান থাকলেও বর্তমানে তিন জন রাখা হয়েছে; যা পর্ষদের ভূমিকাকে সীমিত করছে

সংসদীয় কমিটির কাছে জবাবদিহিতায় ঘাটতি: স্বার্থের দ্বন্দ্ব

- বিভিন্ন সময়ের সংসদীয় কমিটিতে এক বা একাধিক ব্যাংক পরিচালক বা ব্যাংক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কমিটির সদস্য
- একটি সংসদীয় কমিটির সভাপতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগের চারদিন পর উক্ত কমিটি কর্তৃক মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের নিরীক্ষা বিভাগকে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক কর্মকান্ডের ওপর একটি বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনার নির্দেশ প্রদান
- কমিটি একটি ঋণ কেলেঙ্কারির তদন্ত প্রতিবেদন করলেও তা প্রকাশে সভাপতির অনীহা; কমিটির আলোচ্য সূচিতেও তা না রাখা

তদারকি কার্যক্রমে সুশাসন: স্বচ্ছতা

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাখ্যা, অন্য নীতির উপর সম্ভাব্য প্রভাব আলোচনা, সভার কার্যবিবরণী, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সদস্যদের ভোট ইত্যাদি তথ্য প্রকাশ করা হয় না
- পরিচালনা পর্ষদ সদস্য, গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর ইত্যাদি পদসমূহের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি
- খেলাপি ঋণসহ ব্যাংকিং খাতের অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে "এটা আর্থিক খাতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে" নির্বিচারে এই অজুহাত দেখানো; ফলে ঋণ খেলাপি ও ব্যাংকের অবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পাওয়া কঠিন
- সাম্প্রতিক সময়ে সংসদে তিনশত ঋণ খেলাপির তালিকা প্রকাশ করা হলেও শুধু প্রতিষ্ঠানের নাম রয়েছে; এর মধ্যে একই ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ গ্রহণ করেছে কিন্তু তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি
- নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ও রাজনৈতিক বিবেচনায় বারবার খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন করা হয়েছে এমন ব্যক্তি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করা হয় না
- বর্তমান গবেষণার জন্য একাধিকবার লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সাক্ষাৎকার ও তথ্য প্রদান করেননি; নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মাস পর আংশিক তথ্য প্রদান; পরবর্তীতে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করলেও তথ্য না দেওয়ায় তথ্য কমিশনে আপীল

সার্বিক পর্যবেক্ষণ...

- সরকারি নীতি ও কৌশলসমূহে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংকিং খাত সংস্কার ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের অধিকতর সুশাসনের কথা বলা হলেও এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি
- খেলাপি ঋণ আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ খেলাপিদের অনুকূলে আইন সংশোধন ও নীতি প্রণয়ন, ব্যাংকিং খাতে ব্যবসায়ীদের অবাধ প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি ব্যাংকিং খাতকে ঋণ খেলাপি বান্ধব এবং খেলাপি ঋণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
- বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিবিধ চ্যালেঞ্জ, সর্বোপরি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক ভূমিকা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রমশ অবনমন এবং স্বার্থসংশ্লিষ্টদের একপ্রকার আজ্ঞাবাহীতে পরিণত
- কতিপয় ব্যবসায়ী গ্রুপ কর্তৃক সমগ্র ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সিন্ডিকেটের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি উভয় ধরনের ব্যাংক থেকে আমানতকারীদের হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ হিসেবে নিজেদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের দখলে নিয়ে যাওয়া
- অতিরিক্ত খেলাপি ঋণের কারণে সৃষ্ট চরম মূলধন সংকট কাটাতে প্রতি বছর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে জনগণের করের টাকা থেকে ভর্তুকি; কিছু মানুষের অনিয়ম-দুর্নীতির বোঝা ক্রমাগতভাবে জনগণের উপর চাপানো
- অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ ও দেশের বাইরে অর্থ পাচার, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে ব্যাংকিং খাতের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা ব্যাহত

সুপারিশ

গবেষণার আলোকে ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সুস্থ ও নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা কায়েমে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হলো-

১. ব্যাংকিং খাত সংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষ, স্বনামধন্য, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত, স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম এমন দক্ষ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ব্যাংকিং কমিশন গঠন করতে হবে; উক্ত কমিশন বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য সুনির্দিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনাসহ বাংলাদেশ ব্যাংক ও ব্যাংকিং খাত সংস্কারের জন্য একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করবে

২. ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ৪৬ ও ৪৭ ধারা সংশোধন করে বাংলাদেশ ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে

৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সদস্য, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ ও অপসারণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লিখিত নীতিমালা করতে হবে; যেখানে নিয়োগ অনুসন্ধান কমিটির গঠন, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকবে

৪. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে তিনজন সরকারি কর্মকর্তার স্থলে বেসরকারি প্রতিনিধির (সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ যেমন আর্থিক খাত ও সুশাসন বিষয়ক) সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে

৫. ব্যাংক সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে আমানতকারীর স্বার্থ পরিপন্থী ও ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র কায়েমে সহায়ক সকল ধারা সংশোধন/বাতিল করতে হবে (যেমন, একই পরিবারের পরিচালক সংখ্যা, পরিচালকের মেয়াদ, পর্ষদের মোট সদস্য সংখ্যা হ্রাস করা ইত্যাদি)

সুপারিশ...

৬. রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসহ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগে অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে একটি প্যানেল তৈরি এবং সেখান থেকে বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগের বিধান করতে হবে; রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের ব্যাংক পরিচালক হওয়া থেকে বিরত রাখার বিধান এবং ব্যাংক পরিচালকদের ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকের সরাসরি নজরদারির মাধ্যমে অনুমোদনের ব্যবস্থা করতে হবে

৭. আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ প্রাপ্ত খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রভিশনিং রাখার বিধান প্রণয়ন করতে হবে

৮. বারবার ঋণ পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন করে খেলাপি হওয়া ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে

৯. ব্যাংক পরিদর্শনের সংখ্যা ও সময়কাল বৃদ্ধি করতে হবে; প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন কাজের সাথে সম্পৃক্ত বিভাগসমূহের শূন্য পদসমূহ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে; পরিদর্শন প্রতিবেদন যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত ও এর সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে; সীমিত হলেও পরিদর্শনে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা পরিদর্শন দলকে দিতে হবে

১০. তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি ও বাস্তবায়নে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে

ধন্যবাদ

সার্কভুক্ত কয়েকটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্ষদ গঠন এবং গভর্নর নিয়োগ ও অপসারণ চর্চা

বিষয়	রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	সেন্ট্রাল ব্যাংক অব শ্রীলংকা	নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক
পর্ষদ কাঠামো	গভর্নর, চারজন ডেপুটি গভর্নর, ১৪ জন মনোনিত সদস্য এবং দুইজন সরকারি কর্মকর্তা	গভর্নর, অর্থ সচিব ও তিনজন মনোনিত সদস্য	গভর্নর, অর্থ সচিব, দুইজন ডেপুটি গভর্নর এবং তিনজন মনোনিত সদস্য
পর্ষদ সদস্য নিয়োগ	অর্থমন্ত্রণালয়ের সুপারিশে ক্যাবিনেট নিয়োগ কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন	অর্থমন্ত্রণালয়ের সুপারিশ ও কনস্টিটিউশনাল কাউন্সিলের সম্মতি সাপেক্ষে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনয়ন	দ্য কাউন্সিল অব মিনিস্টার কর্তৃক মনোনয়ন
গভর্নর নিয়োগ	অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশে ক্যাবিনেট নিয়োগ কমিটি কর্তৃক নিয়োগ	অর্থমন্ত্রণালয়ের সুপারিশে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োগ	দ্য গভর্নর রেকমেনডেশন কমিটির সুপারিশে দ্য কাউন্সিল অব মিনিস্টার কর্তৃক নিয়োগ
ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ	ঐ	অর্থমন্ত্রীর সম্মতি সাপেক্ষে মানিটারি বোর্ড কর্তৃক নিয়োগ	গভর্নরের প্রস্তাবকৃত তালিকা থেকে দ্য কাউন্সিল অব মিনিস্টার কর্তৃক নিয়োগ
অপসারণ	সরকার কর্তৃক অপসারণ	অর্থমন্ত্রীর সুপারিশে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক গভর্নর বা মনোনিত সদস্য অপসারণ	তদন্ত কমিটির সুপারিশে দ্য কাউন্সিল অব মিনিস্টার কর্তৃক অপসারণ

- উল্লিখিত কাঠামো, প্রক্রিয়া এবং যোগ্যতা ও উপযুক্ততাসমূহ আইনের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ

ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণের চিত্র

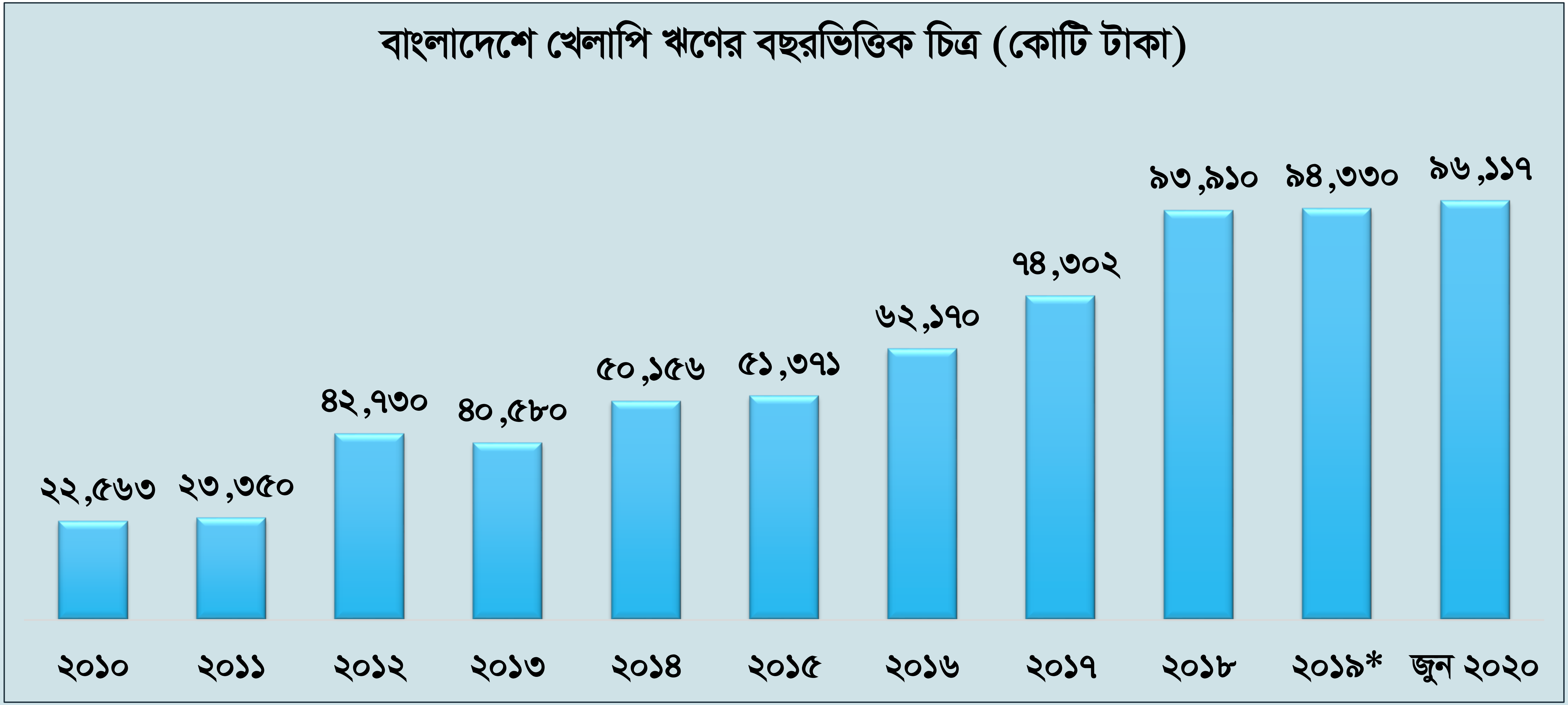

*সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ খেলাপি ঋণ ছিল ১১৬,২৮৮ কোটি টাকা; পরবর্তীতে পুনঃতফসিলীকরণের মাধ্যমে খেলাপি ঋণ হ্রাস করে ডিসেম্বর ২০১৯-এ ৯৪,৩৩০ কোটি টাকা দেখানো হয়